গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০৪১.০২.০০২.২০ ২০৩

তারিখঃ ০২ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৬ জুন ২০২১

প্রজ্ঞাপন

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি'র সদস্যদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিম্নের ছকে উল্লিখিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলোর নামের পাশে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রযোজককে ২০২০-২১ অর্থবছরে অনুদান প্রদানের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে:

ক্র: নং	চলচ্চিত্রের নাম	প্রযোজক ও পরিচালকের নাম	অনুদানের পরিমাণ	চলচ্চিত্র নির্মাণ তত্ত্বাবধানের জন্য মেন্টরের নাম
০১.	জল পাহাড় আর পাতাদের গল্প (শিশুতোষ শাখা)	প্রযোজক ও পরিচালক: জনাব মো: মেহেদী হাসান (অর্ণব)	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ)	জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার
০২.	রুপালী আঁশ (শিশুতোষ শাখা)	প্রযোজক ও পরিচালক: মিস্ স্বপ্ন সমুদ্র	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ)	জনাব অমিতাভ রেজা
০৩.	যুদ্ধজয়ের কিশোর নায়ক (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক)	প্রযোজক ও পরিচালক: মিস্ শায়লা রহমান তিথি	১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ)	জনাব মসিহ্ উদ্দিন শাকের
০৪.	স্বাধীনতার পোস্টার (মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র)	প্রযোজক ও পরিচালক: মিস্ নাসরিন ইসলাম	১৭,০০,০০০/- (সতেরো লক্ষ)	অধ্যাপক মঈনুদ্দিন খালেদ
০৫.	হাওয়াই সিঁড়ি (সাধারণ শাখা)	প্রযোজক ও পরিচালক: জনাব শামসুদ্দীন আহমদ শিবলু	১৮,০০,০০০/- (আঠারো লক্ষ)	জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার
০৬.	সোনার তরী (প্রামাণ্যচিত্র)	প্রযোজক ও পরিচালক: জনাব মো: রাসেল রানা	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ)	অধ্যাপক মঈনুদ্দিন খালেদ
০৭.	ঝিরি পথ পেরিয়ে (সাধারণ শাখা)	প্রযোজক: জনাব মো: সিফাত হাসান পরিচালক: মো: ফজলে হাসান শিশির	২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ)	জনাব অমিতাভ রেজা
০৮.	আমার নানুর বাড়ি (প্রামাণ্যচিত্র)	প্রযোজক ও পরিচালক: মিস্ তাসমিয়াহ্ আফরিন	১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ)	জনাব অমিতাভ রেজা
০৯.	বিন্দু থেকে বৃত্ত: একজন বকুলের আখ্যান (প্রামাণ্য চলচ্চিত্র)	প্রযোজক ও পরিচালক: জনাব মেহজাদ গালিব	১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ)	জনাব মসিহ্ উদ্দিন শাকের
১০.	শিরিনের একাত্তর যাত্রা (সাধারণ শাখা)	প্রযোজক: জনাব দীপক চৌধুরী পরিচালক: জনাব এমদাদুল হক খান	১৫,০০,০০০/- (পনেরো লক্ষ)	জনাব মসিহ্ উদ্দিন শাকের ও জনাব অমিতাভ রেজা

অনুদানের শর্তাবলি:

১. চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণের বিষয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান কমিটি ও অনুদান উপ-কমিটি কোনো পরামর্শ প্রদান করলে তা যথাযথ অনুসরণ করতে হবে;

২. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণের বিষয়ে চলচ্চিত্রগুলোর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত পরামর্শদাতা (Mentor)-এর তত্ত্বাবধানে চলচ্চিত্রের নির্মাণ কাজ করতে হবে;

৩. স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রত্যেক প্রযোজক প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তাঁদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত হারে অনুদান পাবেন;

৪. সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের পরিচালক/শিল্পী/কলাকুশলী/গল্প/চিত্রনাট্যের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না;

৫. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ৬(ছয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। তবে স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে/অনিবার্য কারণে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার এ সময় বৃদ্ধি করতে পারবে;

৬. বিদ্যমান নীতিমালায় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য ৩৫-৫৫ মিনিটের হবে মর্মে বিধান থাকলেও অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রযোজকগণ তাঁদের নির্মিতব্য চলচ্চিত্রগুলো কোনো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনে আগ্রহী হলে চলচ্চিত্রগুলোর দৈর্ঘ্য ৩০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারবেন;

৭. অনুদান প্রাপ্তির জন্য মনোনীত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু করার নিমিত্ত অনুদানের ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে। অনধিক ২ মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রের কমপক্ষে ৩০% চিত্রায়নের পর তা অনুদান উপ-কমিটি কর্তৃক (চিত্রায়িত অংশ) সন্তোষজনক বিবেচিত হলে অনুদানের দ্বিতীয় কিস্তিতে অনূর্ধ্ব ৪০% অর্থ প্রদান করা হবে। তবে বিশেষ বিবেচনায় স্ক্রিপ্টের প্রয়োজনে এ সময় সরকার বৃদ্ধি করতে পারবে;

৮. সম্পূর্ণ চলচ্চিত্রের সম্পাদিত রাশ ও ডাবিংকৃত সংলাপ অনুদান কমিটি কর্তৃক পরীক্ষার পর কমিটির সন্তুষ্টি সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩০% অর্থ প্রদান করা হবে;

চলমান পাতা

৯. চলচ্চিত্রের নির্মাণ, অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময় ইত্যাদিসহ বিশেষ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ ১ম ও ২য় কিস্তির টাকা একসঙ্গে ছাড় করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে ৩য় কিস্তির (শেষ কিস্তি) টাকা ছাড়ের পূর্বে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে। অতপর: সম্পূর্ণ রাশ প্রিন্ট দেখে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে অর্থ ছাড় করা হবে;

১০. সংশ্লিষ্ট প্রযোজক কর্তৃক অনুদানের ৩য় (শেষ) কিস্তি প্রাপ্তির ০২ (দুই) মাসের মধ্যে চলচ্চিত্রটির সেন্সর সনদ গ্রহণ করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে সরকার অনুদান হিসেবে প্রদানকৃত সমুদয় অর্থ ব্যাংক হারে সুদসহ প্রচলিত আইন অনুযায়ী আদায় করতে পারবে;

১১. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/ কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোন বিদেশী শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয়, তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী অংশগ্রহণ করতে পারবেন;

১২. অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত ব্যাংক হারে সুদসহ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। অবৈধ পন্থা অবলম্বন বা অনুদানের শর্ত লংঘনের ক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট নির্মাতা/অনুদান গ্রহণকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে;

১৩. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের চিত্রায়ন, এডিটিং, ডাবিং ইত্যাদি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে বিএফডিসি বিধি মোতাবেক তাঁদের সার্ভিস চার্জের ৫০% পর্যন্ত ছাড় দিতে পারে। তবে স্ক্রিপ্টের আলোকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের সুবিধা গ্রহণ অসম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট প্রযোজক আবেদনের মাধ্যমে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণকরতঃ অন্যত্র চলচ্চিত্রটির নির্মাণ কাজ করতে পারবেন;

১৪. সরকারি অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে শ্যুট (Shoot) করে নির্মাণ করা যাবে। তবে দেশের অধিকাংশ জনগণের দেখার সুবিধার্থে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে সেন্সরের জন্য ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে সংরক্ষণের জন্য ফরমেট পরিবর্তন করে **ডিভিডি** ফরমেটে জমা দিতে হবে;

১৫. উপযুক্ত কারণ ছাড়া যদি প্রযোজক অনুদান প্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নির্মাণ শুরু না করেন কিংবা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ফেলে রাখেন তাহলে সরকার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত সকল মালামাল ও বিষয় সম্পত্তি সরকার গ্রহণ করার অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং প্রদত্ত অনুদানের অর্থ ব্যাংক হারে সুদসহ সম্পূর্ণভাবে ফেরত পাওয়ার জন্য যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতে পারবে;

১৬. নির্মিত চলচ্চিত্রের ভাষা ও বিষয়বস্তু অবশ্যই জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে;

১৭. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদপত্র গ্রহণ করতে হবে;

১৮. সরকারি অনুদানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং দেশি-বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রযোজককে অবহিত রেখে অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রদর্শনের অধিকার সরকার সংরক্ষণ করে;

১৯. কোন প্রযোজক অনুদানের অর্থ গ্রহণের পরে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত সমস্যা কিংবা অন্য কোনো অজুহাতে অনুদানের অর্থ বৃদ্ধিকিংবা অন্য কোনো ধরনের সুবিধা দাবি করতে পারবেন না;

২০. প্রযোজকের মৃত্যু হলে কিংবা প্রযোজকের পক্ষে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পন্ন করা অসম্ভব হলে সেক্ষেত্রে অনুদান কমিটি সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্রটির নির্মাণ সম্পন্ন করণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে;

২১. প্রস্তাবিত চলচ্চিত্র ডিজিটাল ফরমেটে (2KResolution-এ) অথবা ৩৫মি:মি: ফরমেটে নির্মাণ করা যাবে; তবে নির্মিত চলচ্চিত্রটি অবশ্যই বাংলাদেশের প্রেক্ষাগৃহে বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রদর্শনের উপযোগী হতে হবে;

২২. সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত প্রযোজক সরকারের অনুমতি নিয়ে সহযোগী প্রযোজক নিয়োগ করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে মূল প্রযোজকের নিকট চলচ্চিত্রের স্বত্ব থাকবে এবং সহযোগী প্রযোজকের নিকট কোনভাবেই স্বত্ব হস্তান্তর করা যাবে না। আরো শর্ত থাকে যে, মূল প্রযোজকের জন্য যে শর্তাবলী প্রযোজ্য সহযোগী প্রযোজকের জন্য একই শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে;

২৩. প্রতি কিস্তির অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সাথে চলচ্চিত্র নির্মাণ কার্যাদির তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে কার্য তফসিল (Work Schedule), সম্ভাব্য ব্যয় প্রাক্কলন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পূর্বতন কিস্তির সমন্বয় হিসাব জমা প্রদান করতে হবে;

২৪. নির্মিত চলচ্চিত্র জনসাধারণের জন্য প্রদর্শনের পূর্বে বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সনদ পত্র গ্রহণ করতে হবে;

২৫. সরকারি অনুদানে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের স্বত্ব কোন ভাবেই হস্তান্তর করা যাবে না;

২৬. অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের প্রযোজক সরকারি বিধি অনুযায়ী কর/ভ্যাট প্রদানকরবেন;

২৭. প্রযোজক শুটিং পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন ও সে মোতাবেক চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন;

২৮. 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০২০ (সংশোধিত)' অনুসরণ করতে হবে। তবে চলচ্চিত্রটির নির্মাণ সমাপ্তির পূর্বে এ নীতিমালা সংশোধন করা হলে উক্ত সংশোধিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে;

২৯. বর্ণিত শর্তসমূহ পালনকল্পে নির্বাচিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজক অনতিবিলম্বে ৩০০/- (তিনশত) টাকার স্ট্যাম্পে সরকারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন এবং চলচ্চিত্রটি কোন্ ফরমেটে (ডিজিটাল অথবা ৩৫ মিঃ মিঃ) নির্মিত হবে তা লিখিতভাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন; এবং

৩০. অনুদান প্রদানের পর যুক্তিসঙ্গত কারণে সরকার বরাদ্দ আদেশ বাতিল করতে ও প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপ করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৫৮৬৮
E-mail:sas.film@moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০৪১.০২.০০২.২০ ২০৩(২৪)

তারিখঃ ০২ আষাঢ় ১৪২৮ / ১৬ জুন ২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।
৩. যুগ্ম সচিব(বাজেট অনুবিভাগ), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. অধ্যাপক মঈনুদ্দিন খালেদ, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষক, প্যারাডাইস, এ-৪, ২৩/৯, খিলজী রোড, শ্যামলী, ঢাকা।
৫. জনাব আহমেদ ইকবাল হায়দার, নাট্য ব্যক্তিত্ব ও পরিচালক, চট্টগ্রাম থিয়েটার ইন্সটিটিউট, কে.সি.দে রোড, চট্টগ্রাম-৪০০০।
৬. জনাব মসিহ্উদ্দিন শাকের, চলচ্চিত্র পরিচালক, ইস্টার্ন প্লেস, ফ্ল্যাট নং-৪/৭০১, ২১, সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা।
৭. জনাব অমিতাভ রেজা, চলচ্চিত্র নির্মাতা, হাফ স্টপ ডাউন, বাড়ী-৪২, রোড-০১, ব্লক-এ (৬ষ্ঠতলা), নিকেতন, ঢাকা।
৮. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
৯. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
১০. সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১১. সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৩. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. জনাব মো: মেহেদী হাসান (অর্ণব), প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'জল পাহাড় আর পাতাদের গল্প' , ২৯২, দক্ষিন পাইক পাড়া (কল্যাণপুর নতুন বাজার), মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
১৫. মিস্ স্বপ্ন সমুদ্র, প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'রুপালী আঁশ', ৮৫/এ গালিব সরণী, তেজকুনি পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬. মিস্ শায়লা রহমান তিথি, প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'যুদ্ধজয়ের কিশোর নায়ক', ৫০, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা।
১৭. মিস্ নাসরিন ইসলাম, প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'স্বাধীনতার পোস্টার', ১৩বি/১বি, বাবর রোড, মোহাম্মদুপুর, ঢাকা-১২০৭।
১৮. জনাব শামসুদ্দীন আহমদ শিবলু , প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'হাওয়াই সিঁড়ি', ৪০৫ ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৯. জনাব মো: রাসেল রানা (দোজা), প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'সোনার তরী' গ্রাম : রেখির পাড়া, পোস্ট, রেখির পাড়া, উপজেলা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর।
২০. জনাব মো: সিফাত হাসান, প্রযোজক, চলচ্চিত্র: 'ঝিরি পথ পেরিয়ে', ১০১, ইন্দিরা রোড, থানা : শেরে বাংলা নগর, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
২১. মিস্ তাসমিয়াহ্ আফরিন, প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'আমার নানুর বাড়ি', ৩য় তলা, ৬৭/৫ উত্তর বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা।
২২. মিস্ মেহজাদ গালিব, প্রযোজক ও পরিচালক, চলচ্চিত্র: 'বিন্দু থেকে বৃত্ত: একজন বকুলের আখ্যান', বাড়ী-৫, রোড-১, সেক্টর-০৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
২৩. জনাব দিপক চৌধুরী, প্রযোজক, চলচ্চিত্র: 'শিরিনের একাত্তর যাত্রা', ৬৩০/এ, তিলপা পাড়া, সড়ক নং-২১, খিলগাও, ঢাকা-১২১৯।
২৪. অফিস কপি।

১৬/৬/২০২১

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব